

আকাইদ ও ফিক্হ

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

الْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ আকাইদ ও ফিক্হ

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম
ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ
আ. ন. ম. মাহবুবুর রহমান
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তাকওয়াসম্পন্ন, সৎ এবং সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি নৈতিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সৎ ও দক্ষ জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আকাইদ ও ফিকহ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর চেতনাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর মিঞা মোঃ নূরুল হক

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সূচিপত্র

অধ্যায়	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
আকাইদ			
প্রথম	ইমান		
	পাঠ-১	ইমানের পরিচয়	১
	পাঠ-২	আল্লাহ তাআলার নাম ও পরিচয়	২
	পাঠ-৩	কালিমা তায়্যিবা	৩
	পাঠ-৪	শাহাদাহ	৪
দ্বিতীয়	নবি-রসুল, ইসলাম ও কুরআন মাজিদ		
	পাঠ-১	প্রথম নবির নাম	৬
	পাঠ-২	সর্বশেষ নবির নাম	৭
	পাঠ-৩	ইসলাম	৮
	পাঠ-৪	কুরআন মাজিদ	৯
ফিক্হ			
তৃতীয়	অজু ও গোসল		
	পাঠ-১	অজু	১১
	পাঠ-২	গোসল	১২
চতুর্থ	আজান ও সালাত		
	পাঠ-১	আজান	১৫
	পাঠ-২	সালাত	১৬
আখলাক ও দোআ			
পঞ্চম	আখলাক		
	পাঠ-১	আখলাকে হাসানাহ	১৮
	পাঠ-২	সালাম	১৯
	পাঠ-৩	মুসাফাহা	২০
	পাঠ-৪	সত্য কথা বলা	২১
ষষ্ঠ	দোআ		
	পাঠ-১	তাআওউজ	২৩
	পাঠ-২	তাসমিয়াহ	২৩
	পাঠ-৩	আল্হামদুলিল্লাহ	২৪
	পাঠ-৪	ইনশা-আল্লাহ	২৪
	পাঠ-৫	মা শা-আল্লাহ	২৫
	পাঠ-৬	সুবহানাল্লাহ	২৫
	পাঠ-৭	ইন্না লিল্লাহ	২৬
শিক্ষক নির্দেশিকা			২৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আকাইদ

প্রথম অধ্যায়

ইমান (الْإِيمَانُ)

পাঠ-১

ইমানের পরিচয়

ইমান অর্থ বিশ্বাস করা।

আমরা মুসলমান। ইসলামের মূল বিষয়সমূহ আমরা মন দিয়ে বিশ্বাস করি। আমরা আল্লাহ তাআলার উপর ইমান আনি। তার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলি।

ছড়া

ইমান মানে বিশ্বাস করা,
বিশ্বাস মতো আমল করা।
আল্লাহর উপর ইমান আনি,
আল্লাহ এক সবাই মানি।



পাঠ-২

আল্লাহ তাআলার নাম ও পরিচয়

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের পালনকর্তা ও রিজিকদাতা।

خَالِق - সৃষ্টিকর্তা, رَب - পালনকর্তা, رَزَّاق - রিজিকদাতা।

ছড়া

আল্লাহ খালিক আল্লাহ মালিক
সৃষ্টি তারই সব,
আল্লাহ মোদের রিজিকদাতা
পালনকারী রব।



পাঠ-৩

কালিমা তায়্যিবা (اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল।

ছড়া

আল্লাহ তাআলা একক ইলাহ
নেইতো ইলাহ অন্য আর,
মোদের নবি বিশ্বনবি
প্রেরণ করা রাসুল তার।



পাঠ-৪

শাহাদাহ (الشَّهَادَةُ)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তার কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসুল।

ছড়া

সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ছাড়া
অন্য কোনো ইলাহ নেই,
মহান আল্লাহ একক তিনি
তার যে কোনো শরিক নেই।

ছড়া

তারই রসুল মোদের নবি
এই কথাটা সাক্ষ্য দিলাম,
তিনি আল্লাহর বান্দা আরো
সাথে এটাও সাক্ষ্য দিলাম।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অনুশীলনী

- ১। ইমান শব্দের অর্থ কী?
- ২। আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে?
- ৩। رَبِّ অর্থ কী?
- ৪। কালিমা তায়্যিবা মুখে বল।
- ৫। শাহাদাহ মুখে বল।
- ৬। ‘আল্লাহ খালিক, আল্লাহ মালিক’ ছড়াটি বল।
- ৭। ‘আল্লাহ তাআলা একক ইলাহ’ ছড়াটি বল।
- ৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:
 - (ক) ইমান মানে বিশ্বাস করা
.....।
 - (খ) আল্লাহ মোদের রিজিকদাতা
.....।
 - (গ) মহান আল্লাহ একক তিনি
.....।

দ্বিতীয় অধ্যায় নবি-রসূল, ইসলাম ও কুরআন মাজিদ

পাঠ-১

প্রথম নবির নাম

প্রথম নবির নাম আদম আলাইহিস সালাম। তিনি আমাদের আদি পিতা। আর আমাদের আদি মাতা হলেন হাওয়া আলাইহাস সালাম।

ছড়া

আদি পিতা আদম নবি
মাতা হলেন হাওয়া,
তাদের প্রতি রাখলে ইমান
পাব আল্লাহর দয়া।



পাঠ-২

সর্বশেষ নবির নাম

সর্বশেষ নবির নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের প্রিয় নবি ও রসুল।

ছড়া

শেষ নবি মুহাম্মদ (ﷺ)

সকল নবির সেরা,
পরকালে পাব নাজাত
তাঁর শাফায়াতে মোরা।



পাঠ-৩

ইসলাম

আমাদের দ্বীনের নাম ইসলাম। ইসলাম শান্তির ধর্ম।
এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত একমাত্র দ্বীন।

ছড়া

আমরা হলাম মুসলমান
ইসলামের পথ সুমহান,
সব মুসলমান ভাই ভাই
হিংসা-বিদ্বেষ নাইরে নাই।



পাঠ-৪

কুরআন মাজিদ

আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কুরআন মাজিদ। কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী। এটি সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

ছড়া

কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম
হিদায়াতের বাণী,
সারা জীবন চলব মোরা
কুরআন-সুন্নাহ মানি।



অনুশীলনী

- ১। প্রথম নবির নাম কী?
- ২। সর্বশেষ নবির নাম কী?
- ৩। আমাদের দ্বীনের নাম কী?
- ৪। আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
- ৫। ‘শেষ নবি মুহাম্মদ’ ছড়াটি বল।
- ৬। ‘আমরা হলাম মুসলমান’ ছড়াটি বল।
- ৭। শূন্যস্থান পূরণ কর:
 - (ক) আদি পিতা আদম নবি
-----|
 - (খ) তাঁদের প্রতি রাখলে ইমান
-----|
 - (গ) শেষ নবি মুহাম্মদ
-----|
 - (ঘ) কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম
-----|

ফিক্‌হ
তৃতীয় অধ্যায়
অজু ও গোসল

পাঠ-১

অজু (الْوُضُوءُ)

অজু শব্দের অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা। পবিত্র পানি দিয়ে অজু করতে হয়।

অজুর ফরজ চারটি। যথা-

- ১। মুখমণ্ডল ধৌত করা;
- ২। উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা;
- ৩। মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা;
- ৪। উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

ছড়া

আল্লাহ পাকের ইবাদতে
স্বাদটা যদি পেতে হয়,
নিয়ম মতো অজু করে
পাক পবিত্র হতে হয়।

পাঠ-২

গোসল (الْغُسْلُ)

গোসল শব্দের অর্থ- ধৌত করা, পরিষ্কার করা, পবিত্রতা অর্জন করা। পবিত্র পানি দিয়ে গোসল করতে হয়। গোসল করলে শরীর ভালো থাকে। গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার ও পবিত্র হয়।



ছড়া

কুলি করি ভালো করে
দেই নাকে পানি,
ভালো করে শরীর ধুয়ে
পবিত্রতা আনি।

অনুশীলনী

- ১। অজু শব্দের অর্থ কী?
- ২। অজুর ফরজ কয়টি?
- ৩। অজুর ফরজসমূহ বল।
- ৪। গোসল শব্দের অর্থ কী?
- ৫। কী দিয়ে গোসল করতে হয়?
- ৬। কোন কাজ করলে শরীর ভালো থাকে?
- ৭। ‘কুলি করি ভালো করে’ ছড়াটি বল।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) অজু শব্দের অর্থ----- ।

(খ) গোসল শব্দের অর্থ ----- ।

(গ) ----- পানি দিয়ে গোসল করতে হয় ।

(ঘ) অজুর ফরজ -----টি ।



চতুর্থ অধ্যায়
আজান ও সালাত
পাঠ-১
আজান (الْأَذَانُ)

আজান অর্থ আহবান করা, ঘোষণা দেয়া, নির্দিষ্ট বাক্যসমূহ দ্বারা সালাতের জন্য ডাকা। অজু করে কিবলার দিকে মুখ করে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আজান দিতে হয়।

আজানের বাক্যসমূহ

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ	اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

ছড়া

আজান হলো পড়তে সালাত
মুআজ্জিনের ডাক,
পড়লে সালাত খুশি হবেন
মহান আল্লাহ পাক।

পাঠ-২

সালাত (الصَّلَاةُ)

প্রত্যেক মুসলমানকে দিনে পাঁচবার সালাত আদায়
করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম হলো-

১. ফজর ২. জোহর ৩. আসর ৪. মাগরিব
৫. এশা।

ছড়া

ফজর জোহর আসর
মাগরিব এবং এশা,
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আছে
মোদের মুক্তির দিশা।



অনুশীলনী

- ১। আজান শব্দের অর্থ কী?
- ২। কিভাবে আজান দিতে হয়?
- ৩। প্রতিদিন কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হয়?
- ৪। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বল।
- ৫। আজানের বাক্যসমূহ বল।
- ৬। ‘আজান হলো পড়তে সালাত’ ছড়াটি বল।
- ৭। ‘ফজর জোহর আসর’ ছড়াটি বল।
- ৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:
 - (ক) আজান শব্দের অর্থ -----।
 - (খ) কিবলার দিকে মুখ করে ----- আজান দিতে হয়।
 - (গ) প্রত্যেক মুসলমানকে দিনে ----- সালাত আদায় করতে হয়।
 - (ঘ) পড়লে সালাত খুশি হবেন
-----।
 - (ঙ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আছে
-----।

আখলাক ও দোআ

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক

পাঠ-১

আখলাকে হাসানাহ

আখলাক অর্থ স্বভাব, চরিত্র। আর হাসানাহ অর্থ সুন্দর।
আখলাকে হাসানাহ অর্থ- সুন্দর স্বভাব, উত্তম চরিত্র।

ছড়া

আখলাক ভালো যার
সবে তারে ভালো পায়,
সমাজের সব লোক
সদা তার গুণ গায়।

ছড়া

আমাদের প্রিয়নবি
আখলাকে সুমহান,
তাঁর থেকে পাই মোরা
খুল্কে হাসান।



পাঠ-২

সালাম

এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের দেখা হলে সালাম দিতে হয়। সালাম দেওয়া সুন্নাত।

সালাম ও সালামের জবাব

সালাম	জবাব
اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ	وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ (وَرَحْمَةُ اللَّهِ)
অর্থ: আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।	অর্থ: আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। (এবং আল্লাহর রহমত)

ছড়া

দেখা হলে ভাইয়ের সাথে
সালাম দেব আগে,
সালাম দেওয়া ভালো কাজ
সালাম দিতে নেই লাজ।



পাঠ-৩

মুসাফাহা

সালাম শেষে আমরা একজন আরেকজনের সাথে হাত মিলাই।
এর নাম মুসাফাহা। মুসাফাহার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়।

মুসাফাহার দোআ

يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ

অর্থ: আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে ক্ষমা করুন।

ছড়া

সুন্দরভাবে সালাম দিয়ে
একে অন্যের হাত ধরি,
গুনাহ মার্ফের জন্য দোআ
আল্লাহর কাছে করি।

পাঠ-৪

সত্য কথা বলা

সত্য কথা বলা মহৎ গুণ। মানব জীবনে সত্য কথা বলা
জরুরি। আমরা সব সময় সত্য কথা বলব।

ছড়া

সত্য কথা বলব
সত্য পথে চলব।
সত্য আনে পুণ্য
জীবন হবে ধন্য।



অনুশীলনী

- ১। আখলাক শব্দের অর্থ কী?
- ২। হাসানাহ শব্দের অর্থ কী?
- ৩। সালাম দেওয়া কী?
- ৪। কী বলে সালাম দিতে হয়?
- ৫। সালামের জবাবে কী বলতে হয়?
- ৬। মুসাফাহার দোআটি বল।
- ৭। ‘আখলাক ভালো যার’ ছড়াটি বল।
- ৮। ‘দেখা হলে ভাইয়ের সাথে’ ছড়াটি বল।
- ৯। ‘সুন্দরভাবে সালাম দিয়ে’ ছড়াটি বল।
- ১০। ‘সত্য কথা বলব’ ছড়াটি বল।
- ১১। শূন্যস্থান পূরণ কর:
 - (ক) আখলাকে হাসানাহ অর্থ -----।
 - (খ) সালাম দেওয়া -----।
 - (গ) দেখা হলে ভাইয়ের সাথে
-----।
 - (ঘ) সুন্দরভাবে সালাম দিয়ে
-----।
 - (ঙ) গুনাহ মার্ফের জন্য দোআ
-----।
 - (চ) সত্য কথা বলব
-----।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দোআ

পাঠ-১

তাআওউজ (আউজু বিল্লাহ পড়া)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের আগে তাআওউজ পড়তে হয়। তাআওউজ মানে আউজু বিল্লাহ বলা।

পাঠ-২

তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ বলা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থ: পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল ভালো কাজের শুরুতে তাসমিয়াহ পড়তে হয়।
তাসমিয়াহ মানে বিসমিল্লাহ বলা।

পাঠ-৩

আল্‌হামদুলিল্লাহ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

কোনো ভালো সংবাদ শুনলে, খাওয়ার শেষে এবং কোনো ভালো কাজ শেষ করে ‘আল্‌হামদুলিল্লাহ’ বলতে হয়।

পাঠ-৪

ইনশা-আল্লাহ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

অর্থ: যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

এখনো বলা হয়নি পরে বলব, এখনো করা হয়নি পরে করব, এমন কথা বা কাজের ক্ষেত্রে বলতে হয়-
‘ইনশা-আল্লাহ’।

পাঠ-৫

মা শা-আল্লাহ

مَا شَاءَ اللَّهُ

অর্থ: আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।

কেউ কোনো ভালো কাজ করলে বা কারো পরীক্ষা ভালো হয়েছে শুনলে বা কোনো ভালো খবর শুনলে বলতে হয়
মা শা-আল্লাহ।

পাঠ-৬

সুব্হানাল্লাহ

سُبْحَانَ اللَّهِ

অর্থ: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

আল্লাহ তাআলার মহিমা শুনে, কোনো আশ্চর্যজনক জিনিস দেখে, সুন্দর ফুল ও ফল এবং সুন্দর কথা শুনে বলতে হয় ‘সুব্‌হানাল্লাহ’।

পাঠ-৭

ইনা লিল্লাহ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

বিপদ-মুসিবতে যেমন কেউ মারা গেছে শুনলে, কিছু হারানো গেলে ও খারাপ খবর শুনলে বলতে হয় ‘ইনা লিল্লাহি ওয়া ইনা ইলাইহি রজিউন’।

অনুশীলনী

- ১। কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের শুরুতে কী পড়তে হয়?
- ২। সকল ভালো কাজের শুরুতে কী পড়তে হয়?
- ৩। কোনো ভালো সংবাদ শুনলে কী বলতে হয়?

৪। এখনো করা হয়নি পরে করব এমন কাজের ক্ষেত্রে আমরা কী বলব?

৫। কারো পরীক্ষা ভালো হয়েছে শুনলে আমরা কী বলব?

৬। কোনো আশ্চর্যজনক জিনিস দেখলে কী বলতে হয়?

৭। কেউ মারা গেছে শুনলে কী বলতে হয়?

৮। শুদ্ধ উচ্চারণে বল:

(ক) তাআওউজ (খ) তাসমিয়াহ (গ) ইন্না লিল্লাহ

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের আগে----- পড়তে হয়।

(খ) সকল ভালো কাজের শুরুতে ----- পড়তে হয়।

(গ) কোনো ভালো কাজ শেষ করলে ----- পড়তে হয়।

(ঘ) কোনো ভালো খবর শুনলে বলতে হয় -----।

(ঙ) খারাপ খবর শুনলে ----- বলতে হয়।

শিক্ষক নির্দেশিকা

প্রথম শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য এ পুস্তিকাটি প্রণীত হয়েছে। নবীন শিক্ষার্থীর অক্ষর জ্ঞানের কথা চিন্তা করে আকাইদ ও ফিক্‌হের প্রত্যেক পাঠে মূল বিষয়টি অতি সংক্ষেপে ও ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

- আরবি শব্দের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানোর জন্য আরবি শব্দগুলো বাংলা উচ্চারণ ছাড়াই আরবিতে লেখা হয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ছড়াগুলো সুর দিয়ে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সমস্বরে তা উচ্চারণ করবে।
- শিক্ষকগণ এ শ্রেণিতে কখনো শিক্ষার্থীদের বানান করে ছড়া উচ্চারণ করতে বলবেন না। তৃতীয় অংশে উল্লিখিত দোআগুলো একইভাবে সহিহ উচ্চারণে শেখাবেন।
- অজু, আজান ইত্যাদি শিক্ষক নিজে করে দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা দেখবে এবং করবে। একইভাবে শিক্ষক ২/৩/৪ রাকাত বিশিষ্ট সালাত পড়ে দেখাবেন।
- প্রতি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী আছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে সঠিক জবাব নেয়ার চেষ্টা করবেন। এ কাজের সুবিধার্থে শিক্ষার্থীরা সমস্বরে ছড়ার শূন্যস্থান পূরণ করবে।
- ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা নতুন কোনো বিষয় পেলেই এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় তাদের আগ্রহকে সত্য ও সুন্দরের অভিযুক্তি করার জন্য সচেতন থাকবেন।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি : আকাইদ ও ফিক্হ

শুরু করছি আল্লাহর নামে
যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য